অর্থনৈতিক পরিবর্তন

মহামারীকালীন সময়ে মানুষের বিপর্যয়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে অনেক কিছু। তা প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনযাত্রাতেও। আমরা খেয়াল করলে দেখবো, কোভিড-১৯ ভাইরাসকে একটি রোগ হিসেবে ধরলেও এর প্রভাব মারাত্মকভাবে পরেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। মুক্ত অর্থনীতি কিংবা পৃথিবীজুড়ে চলা প্রাইভেটাইজেশনের ধারণার উপর কী কী পরিবর্তন এনেছে করোনা পিরিয়ড? চলুন দেখে আসা যাক।

১. ডলার পকেটেও অনিরাপদ

মহামারীকালীন সময়ে অর্থনৈতিক যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ হলো, পকেটে টাকা থাকলেই যে নিরাপত্তা পাওয়া যায় না সেটি প্রমানিত হওয়া। আমেরিকার মত ‘বড়লোক’ রাষ্ট্রে মানুষ পকেটে ডলার নিয়ে বসে থাকলেও অনেককেই অভুক্ত থাকতে দেখা গেছে। ঘরগুলো একেকটা খবরের কাগজ এবং টিস্যু পেপারের গুদামে পরিণত হয়েছে। যার একটি হাসপাতাল কেনার মত অর্থ পকেটে ছিলো, তিনিও আইসিউ (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) তে ভর্তি হতে না পেরে মৃত্যুর কোলে শায়িত হয়েছেন। সুপারশপের খালি তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পেরেছি যে, যার যত বেশি পুঁজি তার তত বেশি নিরাপত্তা কথাটা একদমই ঠুনকো।

২. প্রাইভেটাইজেশনের ইতি

যে কোন মহান উদ্যোগ থেকে শুরু করে অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় বেসরকারী শব্দটা আমরা এত শুনেছি যে, ধরেই নিয়েছিলাম অর্থনৈতিক মুক্তি আসলে রাষ্ট্রীয় কিংবা সরকারী করণে নেই। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর ধাক্কা যেন আমাদের প্রাইভেটাইজেশনের ইতি টানার পর্বে প্রবেশ করে দিয়ে গেছে।

আমরা দেখেছি, মহামারীকালীন সময়ে প্রাইভেট সেক্টরগুলো অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার স্বপ্ন দেখানো বেসরকারী সংস্থাগুলো সরকারের প্রনোদনা পেতে লাইনে দাঁড়িয়েছে। নব্বই দশকে প্রাইভেটাইজেশনের যে উত্থান সেটি আসলে কতটা ঠুনকো ছিলো তা এই

DO NOT COPY

মহামারী আমাদের জানান দিয়ে গেছে। এছাড়াও সরকারী কর্মকর্তাদের চাকরির কিছু না হলেও শুধু বাংলাদেশেই কমপক্ষে কয়েক লক্ষাধিক প্রাইভেট চাকরি করা মানুষ কর্মহারা হয়েছেন। তাই মহামারীর পর অর্থনৈতিক পরিবর্তনে আমরা দেখতে পাই, প্রাইভেটাইজেশনের ফুলঝুড়ি যেন ইতি টানতে চলেছে।

৩. পণ্যমূল্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধি

স্বাভাবিকভাবেই পণ্যমুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে সিন্ডিকেট বেড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সরকার বাজার দখল করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষের সমান্তরাল অর্থনীতির চাকা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছে যে, পন্যমুল্য আক্ষরিক অর্থেই ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

সাথে সাথে বেড়েছে বেকারত্ব। যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এর -(আইএলও) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছিলো, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯ শতাংশ হবে। কিন্তু মহামারীর প্রকোপে এক ধাক্কাতেই লক্ষাধিক মানূষ বেকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় নয় মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় অনেক স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থী আটকে পরেছে। তৈরি হয়েছে সেশন জটের আশংকা। তাই কয়েক বছর পর উচ্চশিক্ষা শেষে কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে দাঁড়াবে। অর্থনৈতিক এত বড় পরিবর্তন শুধুমাত্র মহামারীর প্রভাবেই সাধিত হয়েছে।

৪. দোকানদার থেকে বাজারচ্যুতি

দোকানদার থেকে বাজারের দখল চলে যাচ্ছিলো বহুদিন ধরেই। মহামারী যেন সেই প্রক্রিয়ার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। দোকানদাররা বাজারের ক্রেতাকে সরাসরি হারিয়েছে। বাজার গিয়ে পরেছে ই-কমার্সের হাতে। শুধুমাত্র ব্রিটেনের উপর করা হিসেব বলছে, ২০০৬ সালে ইউকে তে ৩% মানুষ অনলাইনে বাজার করতো। ২০২০ সালের গোড়ায় তা ১৯% এসে দাঁড়িয়েছিলো।

DO NOT COPY

মহামারির পর এবছরের এপ্রিলেই তা লাফিয়ে বেঁড়েছে ৩০ শতাংশে। চীনে ইন্টারনেটে ব্যবসার পরিমাণ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির চেয়েও বেশি। চীনে খুচরা ব্যবসার পাঁচভাগের একভাগই হয় অনলাইনে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যেসব দেশে অনলাইনে কেনাকাটার চল বেশি, সেসব দেশে ইন্টারনেটে খুচরা ব্যবসার মোট পরিমাণ ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে যাচ্ছে বলে তাদের ধারণা। দু'দশক আগেও অনলাইনে বাজার করা একটা নতুন চমকের ব্যাপার ছিলো। এমনকি কোভিড মানুষের মাঝে তার থাবা বসানোর আগেও মানুষ ইন্টারনেটে বাজার করতো কালেভদ্রে। মহামারীর কারণে হয়তোবা অনলাইনে কেনাকাটা বিষয়টি অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে।

৫. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বৃদ্ধি

শুধুমাত্র সামরিক খাতে বাজেট দিয়েই যে জীবন রক্ষা করা যায় না, তা এবার বিশ্ব টের পেয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে পুরো পৃথিবীর স্বাস্থ্যখাতের নাজুক অবস্থা ধরতে পেরেছে। সামরিক খাতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ করা দেশ যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

২০১৯-২০২০ সালের চলতি বাজেটে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ রয়েছে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির মাত্র ০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। অর্থ মূল্যে যার পরিমাণ ২৫ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা। পুরো বাজেটের আকারের তুলনায় তা ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। অথচ পরিবহন ও যোগাযোগ খাত পেয়েছে বাজেটের ২৬ দশমিক ১ শতাংশ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত পেয়েছে ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ।

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্যা প্যাসিফিকের (এসকাপ) ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিডিপির বিচারে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৫২টি দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হয় বাংলাদেশ। এতকিছুর পরে বলাই যায়, পরবর্তী অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান থেকে ব্রিটেন সবখানেই স্বাস্থ্যখাতের বাজেটে বড় ধরণের পরিবর্তন আসতে চলেছে।

DO NOT COPY

৬. জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রভাবিত

করোনায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেশ কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাবে, বিদায়ী অর্থবছরে (২০১৯-২০) ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরেছে সরকার। এমন অবস্থায় সব দাতা সংস্থাই বলছে, এত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতি আগের জায়গায় ফিরে যেতে সময় লাগবে। এ ছাড়া করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কতটা গভীর হয়, এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কতটা ত্বরান্বিত হবে। তাই ওই সব সংস্থা চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে।

আইএমএফ বলছে, চলতি ২০২০ সালে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ গায়ানা ও দক্ষিণ সুদানের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। তবে আইএমএফ এ–ও বলছে, করোনার আগের মতো ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে বাংলাদেশকে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এটুকুতেও বোঝা যায়, জিডিপি প্রবৃদ্ধির অংকে বেশ জটিলতা চলে এসেছে৷ সহজ কথায় জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে মহামারীর প্রভাবে অর্থনৈতিক বড় পরিবর্তন এসে প্রভাবিত করেছে৷ শুধু বাংলাদেশের চিত্রের বাইরে তাকালেও ভারতেও দেখি বেশ বড় ধরণের প্রভাবের মুখে পরেছে তারা৷ এভাবে পুরো বিশ্বই বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহামারী পার করছে৷

DO NOT COPY

পরিবেশগত পরিবর্তন

করোনা মহামারীর কারণে মানুষের জীবন যাত্রায় যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি পরিবর্তিত হয়েছে জীবজগত। এর বেশিরভাগ প্রভাব পরেছে বৈশ্বিক পরিবেশে। সাধিত হয়েছে বেশ কয়েকটি পরিবেশগত পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বার্তা সংস্থা এবং পরিবেশবিদদের বক্তব্যগুলো ঘেটে ছয়টি পরিবেশগত পরিবর্তন নিয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো।

১. ক্ষুদ্র উদ্ভিদের অবাধ বেড়ে ওঠা

মহামারীর কারণে পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ন পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছিলো। এতে করে মানুষের তৈরিকৃত দূষণ থেকে জায়গাগুলো রক্ষা পেয়েছে ১০০ শতাংশ। সাগরলতা উদ্ভিদ দিয়ে আমরা এটির ভালো উদাহরণ দেখতে পাই।

একটি সাগরলতা লতানো ও দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ। একটি সাগরলতা ১০০ ফুটের বেশি লম্বা হতে পারে। বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী রাগিবউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘সাগরলতা সৈকতের অন্য প্রাণী যেমন কাঁকড়া ও পাখির টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সবুজ পাতা মাটিকে সূর্যের কিরণ থেকে এমনভাবে রক্ষা করে, যাতে সূর্যের তাপ মাটি থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পীভূত করতে না পারে। এতে তারা মাটির নিচের স্তরের উপকারী ব্যাকটেরিয়াসহ অন্য প্রাণীর জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়। উন্নত বিশ্বে সাগরলতাকে সৌন্দর্যবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সৈকতের মাটির ক্ষয় রোধ ও সংকটাপন্ন পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কাজে লাগানো হচ্ছে। সাগরলতার সঙ্গে সঙ্গে বালিয়াড়ি হারিয়ে যাওয়ার কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের প্রায় ৫০০ মিটার ভূমি বিলীন হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম এসব বালিয়াড়ি। মহামারীর কারণে সাগরলতা কিংবা বালিয়াড়ি বেড়েছে বাধাহীন ভাবে নিজের মত করেই।

২. মানবসৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নেমেছে অর্ধেকে

মহামারীর কারণে মানবসৃষ্ট দূষণ কমেছে অনেকখানি। আমরা খেয়াল করলে দেখবো শুধুমাত্র আমাদের ঢাকাতেই বায়ুদূষণের মাত্রা অনেকটাই কমেছে। ছয়

DO NOT COPY

মাস ধরে দিনের বেশির ভাগ সময় শীর্ষস্থান দখল করে থাকা ঢাকার বায়ুমান এখন অনেকটা উন্নয়নের দিকে। গত ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের বায়ুমান যাচাই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের বায়ুমান সূচক ইনডেক্সে (একিউআই) নম্বরে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে ২৩, যদিও সূচক ৫০এর মধ্যে থাকা - স্বাস্থ্যকর, তবুও যে সূচক ছিল ৪০০এর ওপরে-৫০০/, তা এখন নেমে এসেছে ১০০এর কোটায়। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য খুশির খবর। তবে আশঙ্কা করা - যাচ্ছে, পরিস্থিতি আবার আগের মতো হলে বৈশ্বিক হিসাবে এ সূচক পুনরায় ঊর্ধ্বগামী হবে।

৩. কমেছে কার্বন নিঃসরণ

এবছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো 'জীববৈচিত্র্যতা'। গত একশো বছরে শুধুমাত্র মানুষের তৈরি পরিবেশ দুষণের কারণে প্রায় পাঁচশো প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে৷ আরো প্রায় একশো প্রজাতির প্রাণী হুমকির মুখে৷ পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়াতেই এই পরিস্থিতি৷ পুরো পৃথিবীজুড়ে শিল্প কারখানা এবং বিমান উড্ডয়ণের কারণেই প্রায় আশি শতাংস কার্বন নিঃসরণ হয়ে থাকে৷

কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রোকোপের শুরু থেকেই শিল্প কারখানা ও বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছিলো৷ এতে করে জীব বৈচিত্র্যতায় অনেক বড় স্বস্তির নিঃস্বাস পরেছে৷ মহামারীর দিকে খেয়াল রেখে বিশ্ব হয়তো কার্বন নিঃস্বরণের ব্যাপারেও লাগাম লাগানোর কথা মাথায় রাখবে৷

৪. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) মানুষের শ্বাসতন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের অসুখ তৈরি করে, যা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন হয়। বিবিসি নিউজের রিপোর্ট, যুক্তরাজ্যে লকডাউন ঘোষণার পর দুই সপ্তাহে আগের বছরের তুলনায় বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ ৬০ শতাংশ কমেছে। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাতাসে নাইট্রেজেন অক্সাইডের পরিমাণ আগের

DO NOT COPY

বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমেছে। আর চীনে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের তুলনায় কমেছে ৪০ শতাংশ।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২১০০ সাল নাগাদ প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে আটকে রাখার জন্য সব দেশ মিলে ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি করেছে। তবে, চেষ্টা থাকবে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে না দেওয়া। মহামারী এই পথে আরো বেশ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

৫. স্বাস্থ্যকে পরিবেশের সঙ্গে দেখার মনোভাব

আগে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ছিলো আলাদা। অন্তত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেরকমই ছিলো। স্বাস্থ্য খারাপ হলে ঔষধ গ্রহণ কিংবা কিভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত হলেও পরিবেশ এই রোগের কারণ কিনা তা নিয়ে আমরা ভাবতে একদমই নারাজ ছিলাম। করোনা মহামারী আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে একসঙ্গে ভাবার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পরিবেশ নিয়ে এখন দারুনভাবে ভাবতে হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট, হেলথ অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল এনভায়ার্নমেন্টের ডিরেক্টর আরন বার্নস্টাইন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন স্বাস্থ্যকে পরিবেশ নীতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা “একটা বিপজ্জনক বিভ্রম”।

৬. মহামারিকাল যেভাবে হয়ে উঠলো চিড়িয়াখানার প্রজনন মৌসুম

পৃথিবীজুড়ে চলা মহামারী মানুষের জীবনকে বিপর্যস্থ করে তুললেও অন্যান্য প্রানীদের মধ্যে যেন শুরু হয়েছে স্বস্তি। পৃথিবীজুড়ে সবকিছুর সঙ্গে বন্ধ ছিলো চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর প্রবেশ। অবাক করা ব্যাপার হলো, চিড়িয়াখানা থেকে

DO NOT COPY

একে একে প্রাণির মৃত্যুর খবরের বদলে করোনা মহামারীকালীন সময়ে চিড়িয়াখানাগুলোতে চলেছে প্রজননের মৌসুম।

আমরা শুধু ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানার দিকে তাকালে দেখি, যেখানে ২০১৯ সালে পুরো বছর জুড়ে পাঁচ প্রজাতির মোট ৪১টি প্রাণী জন্ম নিয়েছিল, সেখানে এবছরের জুলাই পর্যন্তই ৬০ এর বেশি নতুন প্রাণ যোগ হয়েছে ঢাকা চিড়িয়াখানায়। গত এক যুগ অর্থাৎ বারো বছরে প্রথমবার এই মহামারীকালীন শুনশান সময়ে জন্ম নিয়েছে জিরাফের একটি সুন্দর শাবক।

DO NOT COPY